بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১৩ কার্তিক ১৪৩৩
২৯ অক্টোবর ২০২৬

বাণী

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি (জাবিসাস)-এর ৫৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং এ উপলক্ষে বিশেষ স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের শুভক্ষণে আমি সমিতির বর্তমান ও প্রাক্তন সকল সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বিশ্ববিদ্যালয় হলো মুক্তবুদ্ধি চর্চা, জ্ঞান অন্বেষণ এবং একটি প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণের শ্রেষ্ঠ চারণভূমি। মহান ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম, স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে সর্বশেষ ২৪-এর ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানসহ টেকসই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিটি লড়াইয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অনন্য ও বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের সমান্তরালে ক্যাম্পাস সাংবাদিকতা সত্যের দর্পণ হিসেবে কাজ করে আসছে, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক পরিবেশের উন্নয়ন, প্রশাসনিক জবাবদিহিতা ও শিক্ষার্থীদের অধিকারের কথা বস্তুনিষ্ঠভাবে তুলে ধরছে।

একটি কার্যকর বহুদলীয় গণতন্ত্র, আইনের শাসন এবং নাগরিক স্বাধীনতা সুরক্ষায় স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও সাহসী গণমাধ্যমের ভূমিকা অনস্বীকার্য। স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদী শাসনমুক্ত একটি আধুনিক, ন্যায়ভিত্তিক ও বৈষম্যহীন রাষ্ট্র গঠনে স্বাধীন মতপ্রকাশ এবং মুক্ত সাংবাদিকতার পরিবেশ নিশ্চিত করা জরুরি। তবে মুক্ত সাংবাদিকতার সঙ্গে দায়িত্বশীলতা ও সত্যনিষ্ঠার সমন্বয় অপরিহার্য। অপতথ্য, অসত্য ও বিভ্রান্তিকর তথ্যের বিস্তার রোধ করে সঠিক তথ্য তুলে ধরা সাংবাদিক সমাজের প্রধান দায়িত্ব। গণমাধ্যমের সবচেয়ে বড় শক্তি জনস্বার্থ ও জনআস্থা অর্জন ও তা অটুট রাখা। আমি বিশ্বাস করি, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ সাংবাদিকরা বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনে এবং ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের বিকাশে অবদান রাখবেন।

আমার বিশ্বাস, গত সাড়ে পাঁচ দশক ধরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি স্বাধীন সাংবাদিকতার যে ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে তা অব্যাহত থাকবে।

আমি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির ৫৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও স্মারকগ্রন্থ প্রকাশনার সাফল্য এবং সংগঠনের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি।

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর